Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি ডিরোজিও

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সফিউদ্দিন আহমদ
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.5
Pages	59-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কবি ডিরোজিও

Check for updates

সফিউদ্দিন আহমদ

একজন সমাজবিপ্লবী বা নবযুগের স্রষ্টা ও উদ্‌গাতা যদি কবি বা শিল্পী হন তবে সামাজিক আলোড়ন ও কর্মচাঞ্চল্যের অন্তরালে তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও শৈল্পিক উৎকর্ষ গৌণ হয়ে পড়ে। রুশো, ভলটেয়র এমনকি লেনিন-মাও সেতুং—এর মতো সমাজ বিপ্লবীদেরও কাব্য প্রতিভা কম ছিলোনা কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ডের উষ্ণতার অন্তরালে আবৃত কাব্য প্রতিভার খোঁজ আমরা ক'জনে রাখি।

ইয়ং বেঙ্গলদের গুরু—নব্য বাংলার মহান স্থপতি, উনিশ শতকের নব জাগরণের তূর্যবাদক এবং বাংলার সক্রেটিস ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওকে আমরা যতোটুকু জানি—এ পরিমাণে কবি ডিরোজিওকে জানিনে বললেই হয়। অথচ ডিরোজিও এদেশে একজন প্রথম সমাজ সচেতন কবি, জাতীয়তাবাদী কবি ও মানবতাবাদী কবি। যতোই দিন যাচ্ছে ডিরোজিওর কাব্যকলার নবমূল্যায়ন হচ্ছে এবং তাঁর কাব্য প্রতিভার মানবিক মহিমার ঔজ্জ্বল্যে আমরা বিমুগ্ধ হচ্ছি।

ডিরোজিওর কাব্য প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যকে এতোদিন আমরা ছায়াপথের রেখার মতোই দেখে আসছি, এবার আমরা তাঁর শিল্পীসত্তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেখতে পাবো যে, তাঁর কাব্য-প্রতিভা সৌরলোকের মতোই উজ্জ্বল ও ভাস্বর। ডিরোজিওর কাব্য প্রতিভা আমাদের কাছে উপেক্ষিত থাকার কারণ বোধ হয় এতোদিন ধরে আমরা তাঁকে শুধু ইয়ংবেঙ্গলদের গুরু হিসেবেই জেনেছি, এছাড়া ডিরোজিও নিজেও কবিতাকে প্রচার বা বিলাসের অনুষঙ্গী করে তুলেননি। অপরক্ষেত্রে মানবাত্মার অপমান ও পরাধীনতার গ্লানি তাঁর চিত্তকে যেভাবে দগ্ধ করেছিলো—সেখানে শিল্পের আপেক্ষিকতা ছিলো গৌণ।

ডিরোজিও যেমন 'নবযুগের প্রবর্তক' তেমনি নবযুগের কবি— সমাজ সচেতন কবি। কারো কারো মতে হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ এদেশে প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, ডিরোজিওই এদেশে প্রথম ও সার্থক স্বদেশ প্রেমের কবিতা 'To Indin My Native Land' রচনা করেন। শুধু তাই নয়, একমাত্র ডিরোজিও ছাড়া অন্য কোনো এদেশীয় সন্তান নবযুগের কল্পনা ও চিন্তা কাব্যে প্রকাশ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। 'যদি অন্য কেউ করে থাকেন (১৮২৭ এর আগে) তাহলেও নবযুগের প্রথম কবিদের মধ্যে আমাদের দেশে ডিরোজিও অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত হবেন। এইটুকু স্বীকৃতিতেই তাঁর ঋণশোধ হবেনা। বৃটিশ যুগে পরাধীন ভারতবর্ষে, কোম্পানীর আমলও শেষ হয়নি যখন, কিশোর ডিরোজিও তখন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন ও গান রচনা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের বেদনা ও কামনা তাঁরই কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে সর্বপ্রথম মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। কেবল এই কারণেও ডিরোজিও এদেশের ইতিহাসে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন দাবি করতে পারেন।'[১]

কিশোর বয়সেই যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে তা অতীব ভয়াবহ ও মর্মান্তিক! যে কিশোর বয়সে মানুষ চোখ খুলে রঙীন স্বপ্ন দেখে সে সময় ডিরোজিও দেখেছেন দাস ও গোলামদের উপর নির্যাতন আর নীল চাষীদের উপর অমানবিক অত্যাচার।

মানবাত্মার অপমান আর নির্যাতন এবং দাস গোলামদের উপর নির্যাতন দেখে বাল্যকালেই ডিরোজিও বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। অথচ তাঁর বয়সী ইংরেজ সাহেবদের ছেলেরা দাস-গোলামদের পিঠে চাবুক মারা দেখে আনন্দে ও উল্লাসে হাততালি দিতো। শুধু দাস ব্যবসা নয় আত্মবিক্রয় প্রথাও প্রচলিত ছিলো। একটি আত্মবিক্রয় পত্রের নমুনা—

> এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম।
> তোমার পুত্র-পৌত্র আদিক্রমে গোলামী করিব।[২]

এদেশে তখন এ কুৎসিত ব্যবসার জমজমাট অবস্থা ছিলো। বিনয় ঘোষ সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার রায়ের প্রসঙ্গে (১৭৮৫) উইলিয়াম জোন্সের উক্তি উল্লেখ করেন—'এখানকার গোলামদের দুরবস্থার কথা

যা আমি জানি তা এতো মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ বোধ হয়। প্রতিদিন গোলামদের উপর যে সব নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী আমার কানে পৌঁছায় তা শোনাও মহাপাপ বলে আমি মনে করি। এই জনবহুল কলকাতা শহরে আমি শুনেছি এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোক খুব কমই আছে যার ঘরে অন্ততঃ একটি ছেলে বা মেয়ে ক্রীতদাস নেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে যে হয়তো নিদারুণ অন্নাভাবের জন্য গোলামটি এই অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এ দেশে দারিদ্র্যই দাসত্বের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি কোলকাতা শহরে গোলাম বেচাকেনার একটা বড় আড়ৎ হয়ে উঠেছে। অনেকেই জানেন গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা বোঝাই গোলাম দূর গ্রামাঞ্চল থেকে কোলকাতার বাজারে নিয়ে আসা হয় বিক্রি করার জন্য। এইসব গোলাম ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশকেই তাদের বাপ মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়। আবার দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্টের সময় অনেক বাপ-মাও ছেলেমেয়েদের পণ্যের মতো গোলাম হিসেবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়।[৩]

কোলকাতার এ বিষাক্ত পরিবেশেই কেটেছে ডিরোজিওর কৈশোর ও বাল্যকাল। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন দাসের নিপীড়িত হওয়া, চিৎকার ও আর্তনাদ। ক্রীতদাস ও বন্দীজীবনের মর্মবেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। তাই ভাগলপুরের নিসর্গ সৌন্দর্য ও গঙ্গার দৃশ্যই তাঁকে কবি করে তুলেনি—ক্রীতদাসের নির্যাতন ও মুক্তির কাকুতি তাকে কবি করে তুলেছে। এ সুরই ঝংকৃত হয়েছে তার 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতায়। দাসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—তিনি চেয়েছেন মুক্তি—তিনি চেয়েছেন স্বাধীনতা—মানুষের মুক্তি। মানবতার মুক্তি ও আত্মার মুক্তি কামনায় তাঁর কবিতায় এ বাণীই ঝংকৃত হয়েছে—তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার। আমরা এখানে 'ক্রীতদাসের মুক্তি' কাবতাটি অনুবাদ সহ তুলে ধরছি:

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be;
How proudly beat his heart, when fiirst
He knew that he was free!
The noblest feelings of the soul
To glow at once began;

He knelt no more ; his thoughts were raised ;
He felt himself a man.
He looked above—the breath of Heaven
Around him freshly blew ;
He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew.
He looked upon the running stream
That 'neath him rolled away ;
Then thought on winds, and birds, and floods,
And cried, "I'm free as they" !
Oh Freedom ! there is something dear
E'en in thy very name,
That lights the altar of soul
With everlasting flame,
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !
And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free !
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave.
And feeling for degraded man
Gives freedom to the slave.

গোলাম যখন জানতে পারল যে সে দাসত্বের নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন সে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে যেন তারার মতো ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল। কারও কাছে আর সে নতজানু হবে না, মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চ চিন্তা করবে নির্ভীক বীরের মতো। এইকথা ভাবতে ভাবতে একবার সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মুক্ত হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল তার মাথায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের ডানা ঝাপ্‌টানি সে দেখতে লাগল। বহমান নদীর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

ভাবতে লগল—এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী, এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত। মুক্তি ও স্বাধীনতা কথার মধ্যে না-জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে। তার নাম করলেই যেন আত্মার বেদীমূলে আলোর প্রদীপ জ্বলে ওঠে, অনির্বাণ তার দীপশিখা। 'স্বাধীনতা' নামের মাহাত্ম্য এমন যে-দেশপ্রেমিক তার পবিত্র নামে সঙ্কল্প করে তরবারি কোষমুক্ত করেন, তার পরাজয় হয় না। যে-বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে, আত্মোৎসর্গের গৌরবে সেই বক্ষই টান-টান হয়ে ফুলে ওঠে। যে-হাত অত্যাচারীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে পরাধীন লাঞ্ছিত মানুষকে আত্মমর্যাদা দান করতে পারে, সে হাত ধন্য![৪]

গুরু ড্রামন্ড এর বিদ্যালয় হতে পাঠসমাপন করে ডিরোজিও যখন বের হন তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালকমাত্র। এ সময় প্রথমে তিনি তাঁর বাবার অফিস জেমস স্কট কোম্পানীতে কেরানীর কাজ নেন। এখানে কিছুদিন কাজ করার পর কোম্পানীর কাজ ছেড়ে ভাগলপুরে তাঁর মাসীমা মিসেস উইলসনের বাসায় চলে যান। সেখানে তাঁর মেশোমশায় ছিলেন তারাপুর নীলকুঠির মালিক। মাত্র অল্প কিছুদিন পর তিনি তারাপুর নীলকুঠিতে চাকুরী নেন। কোলকাতায় দেখেছেন তিনি দাস ও গোলামদের উপর নির্যাতন আর এবার ভাগলপুরে দেখছেন নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অমানবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে এ ভাগলপুরেই। তাঁর কাব্য-চর্চার পরিচয় দিতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

> ভাগলপুর থাকিবার সময় বালক ডিরোজিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন, এবং কবিতা রচনা করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।[৫]

ডিরোজিও সব কাজই নিষ্ঠার সাথে করতেন। এবং প্রায় তিন বছর কাল এ নীল কুঠিতে তিনি কাজ করেছেন। 'ক্রীতদাসের মুক্তি' (ফ্রিডম টু দা স্লেভ) কবিতাটিতে কোলকাতায় দেখা দাস ও গোলামদের নির্যাতন এবং তারাপুরের নীলচাষীদের দুর্দশার বাস্তব চিত্রই স্থান পেয়েছে। সাহিত্য ও শিল্প শুধু কল্পনা নয়—জীবন থেকেও নেওয়া।

ভাগলপুর থাকাকালে একই সাথে ডিরোজিও কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করতেন। এ সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধ 'জুভিনিস' (Juvenis) ছদ্মনামে কোলকাতায় ডাক্তার গ্রান্ট (Dr. Grant) সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'ইন্ডিয়া গেজেটে' ছাপা হতো। গ্রান্ট সাহেব কবিতাগুলো শুধু ছাপাতেনই না প্রশংসাও করতেন এবং উৎসাহও দিতেন।

এ সময় ইমানুয়েল কান্টের নীতিও দর্শন সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে ডিরোজিও এরই উপর এক পণ্ডিতপূর্ণ ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন সমালোচনা লিখেন। সমালোচনায় ডিরোজিওর গভীর জ্ঞান-মনীষা, বিশ্লেষণী মানসিকতা ও স্বাধীন স্বচ্ছ-চিন্তার পরিচয় পেয়ে তখনকার দিনের পণ্ডিতেরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন। এবং সকলেই স্বীকার করে নিলেন যে, এর লেখক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ভাগলপুরে ডিরোজিও যে সমস্ত কবিতা লিখেন এর মধ্যে একটি বিখ্যাত কাব্য হলো 'ফকীর অব ঝাঙ্গীরা (Fakir of Jhangeera), একটি স্থানীয় উপকাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় :

> সে সময় ডাক্তার গ্রান্ট (Dr. Grat) নামে একজন ইংরেজ 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতেন। ঐ পত্রে ডিরোজিও লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে পাওয়া যায় সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার এমন প্রখর ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, লেখক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাসকালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে Fakir of Jhangeera নামক কবিতাই সুপ্রসিদ্ধ। ···এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদানিন্তন শিক্ষিত ইংরেজী ও বাঙালী সমাজে ডিরোজিওর কবিত্ব খ্যাতি প্রচার হইয়া গেল।[৬]

তাঁর 'ফকির অব ঝাঙ্গিরা' কাব্য সে যুগে সবচেয়ে বিখ্যাত এক কাব্য ছিলো—আর কাব্যের সূচনায় তিনি দেশ-মাতৃকাকে নিবেদন করে লিখেছেন

'To India My Native Land' কবিতাটি। নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং স্বদেশ-প্রেমের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতায়। স্বদেশ ভূমি—মাতৃভূমিকে নিয়ে সমস্ত সত্তা নিংড়িয়ে দিয়ে এমন কবিতা শুধু সে-যুগে নয় আজও বিরল। সে যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন, অত্যাধুনিককালে আরো দু'জন আধুনিক কবি এর অনুবাদ করেছেন। এখানে মূল কবিতা এবং তিনটি অনুবাদই তুলে দিচ্ছি—

My country, in the day of glory past
A beauteous halocircled round thy brow.
And worshiped as a diety thou west—
Where is thy glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And groveling in the lowly dust art thou.
Thy minstrel hath, no wreath to weave of thee,
Save the sad story of the misery,
Well—let me dive into depths of time.
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime.
Which human eye may never behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country, One kind wish for thee.

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কবিতার অনুবাদ করেছেন—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাটে তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেইদিন যবে
দেবতা-সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সেই বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়;
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়!
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিপুল রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভধ্যায় লোকে অভাগা জননী।

পল্লব সেনগুপ্ত অনূদিত কবিতা :

দূর অতীতের স্বর্ণিম যুগে মুখ ঘিরেছিল সুখ বলয়রশ্মি
ভারত আমার! গরীয়সী দেশ, ছিলে যে সেদিন দেবীরই মতো!
অস্ত গিয়েছে আলোর সে জ্যোতি, ভক্তি হয়েছে বিলীয়মান
ঈগলের পাখা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে রয়েছে সে পিছে সবার ;
ব্যথাটুকু ছাড়া চারণের কাছে নেই আর কোন উপকরণ
গাঁথবার মতো কাহিনীরা সব হারিয়ে গিয়েছে ইতস্তত,
ধূলার গভীরে ডুবেছে ভারত, কালের মাটিতে সমাধিলীন
আমাকেও সেই কালের ধূলায় ঝাঁপ দিতে দাও একটিবার,
খুঁজে-পেতে আনি হারানো দিনের ভাঙা-চোরা কিছু নিদর্শন
চোখের সামনে নেই তারা আজ—ভূমায় নিবিড় সেসব সৃষ্টি
এই শ্রমটুকু দিয়ে বিনিময়ে অনভীপ্সিত মূল্যপ্রাপ্তি—
তোমার মুখের আশীর্বচন, সেই শুধু হোক পুরস্কার।

রমাপ্রসাদ দে অনূদিত কবিতা :

অতীত উজ্জ্বল দিনে স্বদেশ আমার
তোমার ললাটে ছিলো জ্যোতির বলয়,
এবং পূজিত ছিলে মূর্তি প্রতিমার
কোথায় সে সগৌরব শ্রদ্ধার সঞ্চয়?
তোমার ঈগল ডানা শৃঙ্খলের ভার
দীনতম পড়ে আছো করুণ মৃণ্ময়
বন্দীরা গাঁথেনা ফুল গানের মালায়
শুধু ব্যথা বুকে বাজে তোমার কথায়!
ভালো তবে ডুব দেই সময়ে গভীর
তুলে আনি ভাঙা-চোরা অন্তিম উদ্ধার

সমুন্নত জাহাজের—এই পৃথিবীর
এ ছবি অদৃশ্য হবে হয়তো আবার।
বর দাও নিপতিত স্বদেশ আমায়
ধন্য কর সব শ্রম গাঢ় প্রত্যাশায়।

এ কবিতাটি অনেকের কাছে এখনো ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের আভিধায় অভিষিক্ত। আরো বিস্ময়ের ব্যপার একটু খেয়াল করলেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' ও ডি. এল. রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের একটা ক্ষীণ সূত্রও পাওয়া যায়—ঠিক যেনো ছায়াপথের আলোর মতো—কোনো তারা দেখা যায় না—কিন্তু বুঝা যায় কোন সুদূর লোক হতে তারার আলো কেঁপে কেঁপে আসছে। কবিতাটির প্রথম অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড়ো ভাইয়ের অনুবাদের কোনো ছায়াই কি রবীন্দ্রমনে পড়েনি?

বিজাতি বিভাষীরা এদেশকে ভালোবেসেছেন—এদেশের ধর্ম, দর্শন এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে জেনেছেন। কিন্তু ডিরোজিওর কাছে এদেশ ছিলো আত্মার বন্ধন ও রক্তের স্পন্দন, ডিরোজিওর কবিতা ও মনন প্রবাহের সঞ্চরমান গতিময়তা তাই প্রমাণ করে। 'ফকীর অব ঝাঙ্গীরা' কবিতায় তিনি শুধু সতীদাহের প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করেননি, নারীর মহিমা ও সৌন্দর্য এবং নারীর দৃঢ়তা ও স্পর্ধাকেও তুলে ধরেছেন। অথচ এখানে শৈল্পিক মহিমার লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্যের কি দীপ্তি! পল্লব সেনগুপ্তের ভাষায় :

> সহমরণের পূর্বে চিতাপ্রদক্ষিণ, বেদান্ত পাঠ, স্ত্রী-আচার, মুখাগ্নি, ভবষ্যৎবাণী প্রমুখ যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ডিরোজিও এঁকেছেন, যাতে তাঁর অভিনিবিষ্ট এবং পূর্ণায়ত একটি সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়।[৭]

পল্লব সেনগুপ্ত অনূদিত নবম স্তোত্রটি এখানে তুলে ধরছি :

সূর্য! তোমার আলোর অয়ন পথে
কখনও দ্যাখিনি এমন জ্যোতিষ্মতী
আর কোন নারী যে জন অচিরে হবে
সংবৃত এক অশর্ত বৈভবে;

শোন সেরকের আর্তি উর্ধ্ব পুরে,
হেরাজন্ নীল দিগন্ত জুড়ে।
গ্রামগুলের শীর্ষে কিরীট আর
এখন তোমার শোভা অপার,
তোমার দ্যুতি ও তোমার শক্তি আর
এই প্রহরের গরিমা আর তোমার
প্রতি আমাদের অনুষ্ঠান
মনে রেখে তুমি সুচির বিবস্বান্!
শোন সন্ততিবর্গের এ বিনতি
এ নারীকে দাও তোমার শরণগতি!

ডিরোজিও মানুষকে ভালোবাসেন। মানুষ ও মানবাত্মার নির্যাতন দেখে তিনি অনুকম্পা বা দুঃখ প্রকাশ করেননি। একে তিনি হৃদয়ের আগুনে সামাজিক চেতনায় বৈপ্লবিক রূপ দিতে চেয়েছেন। মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি কোথাও কোথাও এক করে দেখেছেন। এজন্য তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে টমাস এডোয়ার্ডস বলেছেন :

> আমাদের মনে হয় যে ডিরোজিওর কবিতা এক নিবিড় অনুভূতি ও আবেগ দ্রব হয়ে আছে। এরি সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে সুন্দর চিন্তনের ঐশ্বর্যসম্ভার, হয়ত বা একটু বেশি পরিমাণেই অবাস্তব··· সমস্ত প্রকৃতি কবির সঙ্গে তাঁর এই জায়গায় মিল দেখা যায় যে, ডিরোজিও শুধু সঞ্চারী মর্জি মুহূর্ত ও মানবজীবনের সঙ্গে পরিবর্তনমান প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব এবং প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি। স্পষ্ট—সমস্ত কিছুর ভেতরে একটি সহানুভূতির সংযোগসূত্র পেয়ে গিয়েছেন। সেইটাই প্রকৃতিকে ঘিরে মানবিক প্রেমের উষ্ণ কিরণজাল রচনা করে।[৮]

মাত্র আঠারো বছর বয়সে ডিরোজিওর প্রথম কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয় (১৮২৭), ভূমিকায় আমরা পাই—

> Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he ventures to present himself as a candidate for public fame, and begs leave to premise that only a few hours gained from laborious daily occupation have been devoted to these poetical efforts.[৯]

কবি হিসেবেও ডিরোজিও সেদিন বিদগ্ধজনের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিনয় ঘোষ ডিরোজিওর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন—এ তথ্য আসলে সমর্থিত হতে পারে না। কারণ ডিরোজিওর কাব্য সংকলন দু'টি। ১৮২৭ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—এর প্রথম কবিতা হচ্ছে—Harp of India এবং ১৮২৮ সনে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—এর ভূমিকায় 'To India My Native Land' কবিতাটি ছিলো। প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক ব্র্যাডলি বার্ট তাঁর দুটি কাব্য হতে কতগুলো কবিতা নিয়ে আর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় তিনি ডিরোজিওর কাব্য-প্রতিভার উপর একটি সুন্দর আলোচনাও দিয়েছিলেন। আমরা আলোচনার একটু অংশ এখানে তুলে ধরছি :

> His poems show a remarkable command of language and beauty of expression ; and if inspite of their unbounded enthusiasm, their wealth of imagery, and their passionate resentment of wrong, they lack something in originality and undoubtedly owe much to Byron and Moore his contemporaries ; it must be remembered that death at the age of twenty three cut short the undoubted promise his youthful work evinces. There can be no doubt from his poems that his was one of those natures not made for happiness. He lived life too intensely, his sympathies were too widespread, his sensitive mind too much alive to the eternal of things, for him ever to lead the ordinary life of his fellow men.[১০]

ডিরোজিওর কাব্যগ্রন্থ ইউরোপীয় মহলে ও ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে খুবই আলোড়ন তুলেছিলো। প্রথম কাব্য গ্রন্থটি লন্ডনের প্রেসেও খুব প্রশংসা লাভ করেছিলো। ক্যালকাটা গেজেট (২৯/১০/১৮৩১ ইং) লিখেছে :

> They evinced a vigour of thought and originality of conception, a play of fancy, and a delicacy of tone,

> which occasioned the more surprise when the reader came to know that the author was an East Indian, by whose peregrinations had never extended beyond limits of Bengal.[১১]

ডিরোজিও এ দেশের রক্তোৎদ্ভব সন্তান নন। কিন্তু এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে ছিলো তার গভীর একাত্মতা। দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিওর দেশপ্রেম সম্বন্ধে লিখেছেন—"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গি ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার এইদেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গি যেমন বলে 'মোদের বিলাত' তিনি সেইরূপ বলিতেন না।···ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যান্ত জ্ঞান দেখিয়া তাহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা সর্বদাই তাহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সর্বদা থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ পূর্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এরূপ বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি 'সাহেব পুত্র' তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।"[১২]

এদেশে তিনিই বোধ হয় প্রথম স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন—To India My Mother Land কবিতাটি। কিন্তু সবার উপরে তিনি ছিলেন বাঙালী। বাংলার সার্বজনীন ঐতিহ্যের যথার্থ ও সার্থক উত্তরসুরি। তাঁর দেশপ্রেম একটি তত্ত্ব মাত্র নয়—তা যথার্থভাবেই উপলব্ধি এবং আত্মস্পন্দন-সঞ্জাত। এ উপলব্ধির যথার্থতা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে। ডিরোজিওর প্রায় সব কবিতায়ই নিপীড়িত আত্মার আর্তনাদ, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেমের সুর ঝংকৃত, শুধু 'Fakir of Jhangeera' কাব্যে নয়। তাঁর প্রথম কাব্য সংকলনের প্রথম কবিতা 'The Harp of India' এর একটি চমৎকার নিদর্শন—

> Why hang'st thou lonely on yon withered bough?
> Unstrung, for ever, must thou there remain?
> Thy music once was sweet—who hears it now?

Why doth the breeze sigh over thee in vain?
Silence hath bound thee with her fatal chain;
Neglected, mute, and desolate art thou,
like ruined monument on desert plain:
... ...
Those hands are cold—but if thy notes divine
May be my mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain![১৩]

ডিরোজিওর কবিতা পড়লে সহজেই বুঝা যায় ভাষার উপর তাঁর কি উজ্জ্বল দখল! প্রকাশের সৌন্দর্য ও লাবণ্য তাঁর কবিতাকে দিয়েছে নান্দনিক বৈভব। এ ছাড়াও তাঁর কবিতায় রয়েছে গতিময়তা ও চিত্র-ময়তার—বিশেষতঃ চিত্রকল্পের অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর জাগরণ এবং ঘুম ভাঙার উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এদিক দিয়ে তাঁকে মূর ও বায়রনের সাথে এবং ওয়াল্ট হুইটম্যানের সাথে তুলনা করা চলে। তবে ডিরোজিও যতোটুকু মাটি ও মানুষের একাত্মতায় সম্পৃক্ত ও নিবেদিত ছিলেন মূর, বায়রন, হুইটম্যানে তা ছিলোনা। বাংলা সাহিত্যে ডিরোজিওর কবিতার উদ্যাম ও উদ্দীপনার সাথে নজরুলের কথা স্মরণে আসলেও ডিরোজিও নজরুলের চেয়ে মিতবাক ও বাণী সংযত ছিলেন। আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ডিরোজিওর কবিতা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তীব্র প্রতিবাদ এবং কোনো কোনো কবিতা উদ্দেশ্য প্রধান হলেও নান্দনিক শৈথিল্য নেই।

ভাগলপুরে থাকাকালীন ডিরোজিও গঙ্গার নিসর্গ সৌন্দর্য সম্ভোগ করেছেন—চোখ ভরে দেখেছেন পাহাড়, পর্বত, বন আর প্রকৃতির প্রাণের উৎসব। আকাশের উদারতা, বনের বিশালতা ও স্নিগ্ধতা এবং মাটির সরসতা তাঁর কাব্যে বিশাল ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রাণের উৎসব ও অনন্ত আনন্দ ধারা আর দাস-গোলামদের নির্যাতন ও নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের বিষাদময়তাও তাঁর কাব্যে চিত্রকল্প হয়ে এসেছে। এখানে 'আগস্ট সন্ধ্যা' কবিতার কিছু অনুবাদ-অংশ তুলে ধরছি—

নিশীথের ছায়াপুঞ্জ নেমে আসে; গোধূলিও মরে;
পাখি উড়ে যায় তার পাতা ঢাকা আশ্রয় শিবিরে;

চন্দ্রলেখা উঠে আসে ম্লায়মান; শিশির পতন
আশীর্বাদের মত; আর গুণে রাখার মতন
অদূর গগনে ক্ষুদ্র দীপ্র, ঝিকিমিকি তারা রয়,
চিন্ময় সুখের দ্বীপ, ক্ষমা সুন্দরের দিব্যালয়।"[১৪]

ভাগলপুরের তারাপুর ডিরোজিওর জীবনের এক মোড় পরিবর্তন। কারণ এখানে এসেই ডিরোজিও মানুষ ও প্রকৃতি এবং বন্দী ও মুক্তির আবহকে নতুন করে উপলব্ধি করেন। এরই প্রতিধ্বনি আমরা খুঁজে পাই তাঁর জীবনী লেখক টমাস এডওয়ার্ডস ও এলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ-এর আলোচনায়, তাঁদেরই সুরে সুর মিলিয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগলও—

> ডিরোজিওর নিকট কলিকাতা যে অতি প্রিয় ছিল তাহা আর বলার দরকার করেনা। তথাপি তারাপুরে পেঁৗছিয়া তিনি এক নতুন জগতের সন্ধান পাইলেন। কলিকাতা ও তারাপুর, দুইয়ে মিলিয়া তাহার নিকট স্বদেশের একটি পরিপূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত হইল। পল্লীর পরিবেশ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী যেন মিলিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ সহজভাবে চলাফেরা করে, চাষ-আবাদে লাগিয়া যায়, দিনান্তে ঘরে ফিরিয়া ক্লান্তি দূর করে, শিশুরা ধূলামাটি মাখিয়া নগ্নদেহে খেলায় মাতিয়া যায়। নারী পুরুষ দুইয়ে মিলিয়া কাজ করে। রাখাল স-বৎস্য গরু মহিষ মাঠে চড়ায়। কতো বিচিত্র রকমের পাখি আকাশে উড়িয়া যায়। নিচের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত্র, উপরে সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ। সবে মিলিয়া ডিরোজিওর কবি চিত্তে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগায়। কঠোর খাটাখাটুনি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘুচিতেছেনা। বলাই বাহুল্য ইহা দেখিয়া ডিরোজিও খুবই ব্যথিত হন।[১৫]

তাঁর চিন্তা ও চেতনা, মানবপ্রবাহ ও কর্মাদর্শে এবং এমন কি কবিতাতেও জীবনবোধ ও গতিময়তা বিশেষভাবে উচ্চকিত। সবার উর্ধ্বে ডিরোজিও ছিলেন দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। মানব জাতির জাগরণ এবং

মানুষের মন ও আত্মার মুক্তি ঝংকৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। নিম্নের কবিতার নামকরণেও এ সাক্ষ্য বহন করে—

Thermopylae; Freedom to the slaves, Grecce. The Greeks at Marathon, The Deserted Girl, The new Atlantis, Hope, To the students of Hindu College.

তাঁর কাব্য সংগ্রহের অনেক কবিতারই লক্ষ্য গ্রীস। গ্রীক সভ্যতার মহিমা ও গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ—এ দুই'ই ডিরোজিওর আবেগ ও চিন্তা-ধারাকে প্রভাবিত করেছিলো। তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় মেলে তারই পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর স্বদেশানুরাগ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই স্বদেশানুরাগ তিনি তাঁর ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। Young Bengal বা নব্য বঙ্গ নামে পরিচিত তাঁর ছাত্রবৃন্দ ভারত-বর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের জন্যই আজ অবধি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

ডিরোজিওর কবিতার উপর আলোচনা করতে গিয়ে ব্রাডলি বার্ট লিখেছিলেন—"তাঁর কবিতা পড়ে একথা বেশ বুঝা যায় যে, সহজ সুখের জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। জীবনকে তিনি বড়ো বেশী নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন, তাঁর সহানুভূতি ছিলো অতি বিস্তৃত, তাঁর স্পর্শ-সচেতন মন সব বস্তুকেই দেখতে পেতো অনন্তের পটভূমিকায়। তাই তাঁর পক্ষে সমকালীন অন্যান্য লোকদের মতো জীবন যাপন করা অসম্ভব ছিলো।" ডিরোজিও সম্বন্ধে এ উক্তি যথার্থভাবেই সার্থক ও শোভন। তাঁর মন-মানস ও শিল্পচর্চার এখানেই প্রকৃত বিশ্লেষণ ও স্বরূপ উদঘাটন। ডিরোজিওর কবিতাও এ সাক্ষ্যই বহন করে—

Goodnight, well then, goodnight thee,
In peace thine eyelids close;
May dreams of future happiness
Illume thy soft repose,
I've that within that knows no vain;
Sleep comes to me in vain;

My dreams are dark—I never more
Shall oass 'good night' again.

ডিরোজিও কিছুসংখ্যক সনেট লিখেছিলেন—মৃত্যুকে যে তিনি ভীতিপ্রদ বা ভয়ঙ্কর মনে করেননি—একটি সনেটে আমরা এরই প্রতিভাস খুঁজে পাবো—

Death my best friend, if tho dost open the door,
The gloomy entrance to a sunshine world,
It boots not when by beings scene is furled,
So thou canst aught like vanished bliss restore.

হতাশা ও ব্যর্থতায় আত্মসমর্পণ করেননি ডিরোজিও কখনো। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে তিনি দেখতেন অনন্ত আশা ও সম্ভাবনা। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে শিষ্যদের আহ্বানে করে এক কবিতায় বলেছেন—সদ্য ফোটা ফুলের মতো তোমাদের প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে—মনের কপাটও যাচ্ছে একে একে খুলে—তোমাদের মোহ বন্ধন যাচ্ছে খুলে—আঁধার ছিন্ন হচ্ছে—তোমরা হতেছো প্রমুক্ত। ভোর হয়ে আসছে—দেখছি লাল রক্তিম সূর্য—পাখীর ডানার স্পন্দন শুনছি আমি—কান পেতে আছি—নীড়ের বন্ধন ছিড়ে মুক্ত ডানায় তোমরা উধাও হবে ওই অসীম অনন্ত নীল-আকাশে তোমাদের ডানায় থাকবে বেগ আর গতি। কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি—

Expanding like the petals of young flowers ;
I watch the gentle opening of your minds,
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young birds in soft summer hours)
Their wings, to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence.

What joyance rain upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the Chaplets you have yet to gain,
Ah, then I feel I have not lived in vain.

ডিরোজিও ছিলেন প্রত্যয়ী, আশাবাদী—ঝড়ের তাণ্ডবলীলা আর থাকবে না—মেঘ কেটে যাবে—উঠবে লালরক্তিম নতুন সূর্য। 'Morning after a storm' কবিতায় তাঁর অন্তরের এ প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই—

I wandered forth, and saw great nature's power.
The Hamlet was in desolation laid
By the strong spirits of the storm ; there lay
Around me many a branch of giant trees.
Scattered as leaves are by the southern breeze
Upon a brook, or an autumnal day ;
Cloud piled on cloud was there, and they did seem
Like the fantastic figures of a dream,
Till morning brighter grew, and then they rolled away.

ভোর হলো—মেঘ কেটে গেলো, নতুন সূর্যের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল হলো কিন্তু দুর্ভাগ্য ডিরোজিও তখন আর নেই।

যুগে যুগে একদল মানুষের হিংসে, নিন্দে, ষড়যন্ত্র, ঈর্ষার বিষে পৃথিবীর পেয়ালাটা ভরপুর হয়ে উঠে—আর অমৃতের পুত্র মহামানবেরা হাসিমুখে এ বিষ পান করেন—দান করেন অমৃত। তাঁরাই অসুন্দর পৃথিবীকে করেন সুন্দর—মানুষের হৃদয়ে ফুটিয়ে দেন সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ফুল। তাঁরা নিয়ে আসেন মুক্তবুদ্ধি, আত্মজাগরণ ও জীবন জাগরণ—ডিরোজিও তাই করেছেন।

লোক নিন্দা, সমস্ত অসঙ্গতি ও প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করেছেন তিনি। জ্বেলেছেন আধুনিকতার মশাল—নব্য বাঙালীর হৃদয়লোক আধুনিকতার আলোকে করেছেন উদ্দীপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কবর অনাবৃত ছিলো। অবশেষে তাঁরই একটি কবিতার অংশবিশেষ পাথরে

উৎকীর্ণ করে কবরে স্থাপন করা হয়। মনে হয় আগে জেনেই যেনো তিনি কবিতা লিখেছিলেন।—

There, all in silence, let him sleep his sleep !
No wandering mortal thither once shall wend,
There nothing o'er him but the heavens shall weep,
There never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nightly vigils keep !

[The Poet's Grave]

ডিরোজিওর বাস কবরে নয়—আধুনিক বাঙালীর অন্তরে। বাংলার রেনেসাঁয় ডিরোজিও আমাদের অন্তর্লোকের সূর্য।

তথ্য-নির্দেশ

১ বিদ্রোহী ডিরোজিও : বিনয় ঘোষ, পৃ. ৩১
২ বাংলা গদ্য ও গদ্যশিল্পী : সফিউদ্দিন আহমদ, পৃ. ৬
৩ বিদ্রোহী ডিরোজিও : বিনয় ঘোষ, পৃ. ৩৯
৪ বিনয় ঘোষের অনুবাদ
৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৮৪
৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬
৭ ঝড়ের পাখি ; কবি ডিরোজিও : পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ. ২০
৮ Henery Derzio : the Eurasian poet, teacher and journalist, p. 203
৯ Poems by H. L. V. Derzio, Baptist Mission Press, Calcutta, 1827
১০ Poems of H. L. V. Derozio, A forgotten poet : ব্রাডলি বার্ট
১১ Calcutta Gazette, 29 oct 1931
১২ সেকাল ও একাল : রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' হতে উদ্ধৃত
১৩ Poems by H. L. V. Derozio, Baptist Mission Press Calcutta, 1827
১৪ ডিরোজিও : রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত, পৃ. ১৫৪
১৫ Poems of H. L. V. Derozio, A forgotten poet, ব্রাডলি বার্ট